Vol 9, Issue 3, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.3.9133

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

Women, Identity, and Resistance in Modern Bengali Fiction: A Comparative Study of Sarat Chandra Chattopadhyay and Mahasweta Devi

Mr. Tupai Das

Research Scholar, Ph.D., Department of Bengali, School of Arts & Humanities, YBN University, Ranchi, Jharkhand.

Prof. Dr. Sanchita Banerjee Roy

Research Supervisor, Asst. Professor, Department of Bengali, School of Arts & Humanities, YBN University, Ranchi, Jharkhand.

ABSTRACT

This study examines selected female characters in modern Bengali novels through a comparative analysis of Sarat Chandra Chattopadhyay and Mahasweta Devi. It investigates how their women characters negotiate patriarchy, family control, caste, class inequality, poverty, and cultural expectations. The study uses textual and comparative analysis to examine characterization, social position, agency, resistance, and identity. Sarat Chandra's fiction is studied within colonial Bengali society, where women face restrictive customs, domestic oppression, widowhood, and unequal moral standards. Mahasweta Devi's fiction is examined within postcolonial contexts marked by tribal marginalisation, displacement, economic exploitation, and political violence. The comparison shows a movement from domestic suffering and moral resistance to collective struggle and political assertion. The study contributes to feminist and comparative Bengali literary studies by demonstrating that women characters articulate dignity, autonomy, social justice, and transformation.

Keywords: *Sarat Chandra Chattopadhyay; Mahasweta Devi; Female Characters; Bengali Fiction; Gender and Resistance.*

Vol 9, Issue 3, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.3.9133

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নারী, পরিচয় ও প্রতিরোধ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

মিঃ টুপাই দাস
গবেষক, পিএইচডি
বিভাগ, বাংলা, কলা ও মানবিক বিদ্যালয়।
YBN বিশ্ববিদ্যালয়, রাজৌলাতু, নামকুম, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

সঞ্চিতা ব্যানার্জী রায় প্রফেসর ড
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কলা ও মানবিক অনুষদ
YBN বিশ্ববিদ্যালয়, রাজৌলাতু, নামকুম, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: এই গবেষণাটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নির্বাচিত নারী চরিত্রসমূহকে পরীক্ষা করে। এটি অনুসন্ধান করে যে, তাঁদের নারী চরিত্ররা কীভাবে পিতৃতন্ত্র, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, জাতিভেদ, শ্রেণি বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার মোকাবিলা করে। গবেষণাটি চরিত্রায়ণ, সামাজিক অবস্থান, সক্রিয়তা, প্রতিরোধ এবং পরিচয় পরীক্ষা করার জন্য পাঠ্য ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম ঔপনিবেশিক বাংলা সমাজের প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করা হয়েছে, যেখানে নারীরা সীমাবদ্ধ প্রথা, গার্হস্থ্য নিপীড়ন, বিধবত্ব এবং অসম নৈতিক মানদণ্ডের সম্মুখীন হয়। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম উপজাতীয় প্রান্তিকীকরণ, বাস্তুচ্যুতি, অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক সহিংসতা দ্বারা চিহ্নিত উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই তুলনা গার্হস্থ্য দুর্ভোগ ও নৈতিক প্রতিরোধ থেকে সমষ্টিগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক দাবির দিকে একটি যাত্রাপথ দেখায়। এই গবেষণাটি নারীবাদী এবং তুলনামূলক বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নে অবদান রাখে এই বিষয়টি প্রদর্শন করে যে, নারী চরিত্ররা মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রূপান্তরকে প্রকাশ করে।

মূলশব্দ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মহাশ্বেতা দেবী; নারী চরিত্র; বাংলা কথাসাহিত্য; লিঙ্গ ও প্রতিরোধ

I. ভূমিকা

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে, কারণ এটি শৈল্পিক অভিব্যক্তির সাথে সামাজিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক পরিচয়, শ্রেণী বৈষম্য, বর্ণপ্রথা এবং লিঙ্গ সম্পর্কের মতো বিষয়গুলির অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করে। উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁ থেকে শুরু করে সমসাময়িক নারীবাদী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাহিত্য পর্যন্ত, বাঙালি ঔপন্যাসিকরা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করতে কথাসাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন (নন্দী, ২০২৫)। এই ঐতিহ্যের

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো নারীর উপস্থাপন। বাংলা উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কেবল গার্হস্থ্য আখ্যানের সহায়ক চরিত্র নয়; তারা প্রায়শই ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক কর্তব্য, এবং নিপীড়ন ও প্রতিরোধের মধ্যকার টানাপোড়েনকে মূর্ত করে তোলে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবী হলেন দুজন প্রধান বাঙালি লেখিকা, যাঁদের উপন্যাসে নারীর শক্তিশালী, যদিও সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন, চিত্রায়ন রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকে লেখালেখি করার সময় শরৎচন্দ্র বাল্যবিবাহ, বিধবত্ব, বর্ণবৈষম্য, পিতৃতন্ত্র এবং অসম নৈতিক মানদণ্ডের মতো সীমাবদ্ধ সামাজিক প্রথার সম্মুখীন নারীদের উপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই আবেগগতভাবে শক্তিশালী, নৈতিকভাবে সংবেদনশীল এবং সামাজিক প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম, এমনকি যখন তারা পরিবার এবং সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁর বাস্তববাদ ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং মানবিক সম্পর্কের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, বিশেষ করে নারীদের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত (বর্মণ, ২০১৬)। পারো, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী এবং ললিতার মতো চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র পুরুষ-শাসিত সামাজিক ব্যবস্থায় নিহিত অবিচারগুলিকে উন্মোচন করেছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে লেখালেখি করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী নারী নিপীড়নের প্রশ্নটিকে শ্রেণি, বর্ণ, আদিবাসী পরিচয়, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের মতো ক্ষেত্রগুলিতে প্রসারিত করেছেন। তাঁর নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, আদিবাসী, দলিত এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে প্রধানত মধ্যবিত্তের ঘরোয়া প্রেক্ষাপট থাকলেও, মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানগুলিতে প্রান্তিক নারীদের বস্তুগত কষ্ট এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর নারীদের প্রায়শই প্রতিবাদের বাহক হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যারা নীরবে অসহায়ত্ব মেনে না নিয়ে সরাসরি শোষণের মোকাবিলা করেন। সুতরাং, যদিও উভয় লেখিকাই নারীকে সামাজিকভাবে নিপীড়িত হিসেবে উপস্থাপন করেন, মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম লিঙ্গভিত্তিক প্রান্তিকতার একটি আরও আমূল এবং বহুমাত্রিক উপলব্ধি প্রদান করে।

এই দুই লেখকের তুলনামূলক অধ্যয়ন তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাল জুড়ে বাংলা সাহিত্যে নারী পরিচয়ের পরিবর্তনশীল স্বরূপ উন্মোচন করে। বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ঐতিহ্যগতভাবে সাহিত্য, পুরাণ, লোককথা এবং সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে নারীত্বের আদর্শকে রূপ দিয়েছে; তবে, এই আদর্শগুলো প্রায়শই নারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, নিরাপত্তাহীনতা এবং আত্ম-ধিক্কারের জন্ম দিয়েছে (চক্রবর্তী ও দে, ২০২২)। তাই সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে এই ধরনের দ্বন্দ্বগুলোকে পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ করা যায়। তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন পাঠকদের এটাও বুঝতে সাহায্য করে যে, কীভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, আখ্যানশৈলী এবং সামাজিক অবস্থান নারীর উপস্থাপনাকে প্রভাবিত করে (ভাদুড়ি, ২০২২)।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

II. গবেষণার পটভূমি এবং সাহিত্য পর্যালোচনা

ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিফলিত ও রূপদানে বাংলা সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি কেবল একটি শৈল্পিক রূপ হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক সংস্কার, প্রতিরোধ, সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেছে। নন্দী (২০২৫) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাঙালি লেখকগণ তাঁদের লেখার মাধ্যমে ক্রমাগত অসমতা, ঔপনিবেশিক আধিপত্য, ন্যায়বিচার এবং পরিচয়ের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। বাংলা নবজাগরণ থেকে শুরু করে সমসাময়িক নারীবাদী ও প্রান্তিক সাহিত্য পর্যন্ত, বাংলা কথাসাহিত্য জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে এবং প্রভাবশালী সামাজিক কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই বৃহত্তর সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে, নারীর উপস্থাপনা অধ্যয়নের একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক বাংলা উপন্যাসের নারী চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট প্রদান করে। সৎপথী ও পাওয়ার (২০২৫) উল্লেখ করেছেন যে, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় আধুনিকতাকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, আঞ্চলিক সাহিত্য সংস্কৃতি, ইতিহাস, আধুনিকতা এবং জনজীবনের মধ্যকার পরিবর্তনশীল সম্পর্ককে লিপিবদ্ধ করে। একইভাবে, দে ধারা ও বিশ্বাস (২০২৪) ব্যাখ্যা করেছেন যে, সাহিত্য ও ইতিহাস স্বতন্ত্র হলেও গভীরভাবে আন্তঃসংযুক্ত ক্ষেত্র। ইতিহাস যেখানে সামাজিক ঘটনা ও কাঠামোকে নথিভুক্ত করে, সেখানে কথাসাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের আবেগিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে পুনর্নির্মাণ করে। সুতরাং, উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীদের জীবন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, সীমাবদ্ধতা, দুঃখভোগ এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি প্রদান করতে পারে।

ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করে। চ্যাটার্জি, নাথ এবং ব্যানার্জি (২০২৪) দেখেছেন যে বাংলা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যকর্ম দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতিনীতিকে প্রতিফলিত করে। তাঁদের গবেষণায় সাহিত্যকর্মে পুনরাবৃত্ত থিম, মোটিফ এবং সাংস্কৃতিক অর্থ শনাক্ত করার জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং বক্তৃতা বিশ্লেষণের মতো গুণগত পদ্ধতির উপযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিটি বর্তমান গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত নারী চরিত্রগুলিকে তাদের সামাজিক অবস্থান, ভাষা, সম্পর্ক, স্বকীয়তা এবং পিতৃতন্ত্রের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম প্রভাবশালী লেখক হিসেবে রয়েছেন। বাংলা সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও শিক্ষায় তাঁর রচনা আজও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দেব (২০২৩) উল্লেখ করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের লেখা বাংলা সাহিত্য পাঠ্যসূচির ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে রয়ে গেছে এবং প্রায়শই জাতীয়তাবাদী ও লিঙ্গ-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা করা হয়। বর্মণ (২০১৬)

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের রচনার নারী চরিত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, তাঁর বাস্তববাদ ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। তাঁর নারী চরিত্রগুলো প্রায়শই বাল্যবিবাহ, বিধবত্ব, বর্ণপ্রথা, গার্হস্থ্য নিপীড়ন এবং অসম নৈতিক মানদণ্ডের অবিচার প্রকাশ করে। শরৎচন্দ্রের নারীদের প্রায়শই আবেগগতভাবে শক্তিশালী এবং নৈতিকভাবে জটিল ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সামাজিক প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে।

'*পণ্ডিত মশাই*'- এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের সামাজিক দুঃখকষ্টের প্রতি সংবেদনশীলতা আরও প্রদর্শন করেছেন । এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ঔপন্যাসিক কীভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় কলেরা, রোগ, দারিদ্র্য, মৃত্যু এবং মহামারী পরিস্থিতির সামাজিক পরিণতিকে চিত্রিত করেছেন। এই ধরনের গবেষণা নিশ্চিত করে যে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য জীবন্ত বাস্তবতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। তাই তাঁর নারী চরিত্রগুলিকে কেবল স্বতন্ত্র কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই নয়, বরং ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে নারীর দুর্বল ও সীমাবদ্ধ অবস্থানের প্রতিচ্ছবি হিসেবেও বুঝতে হবে।

বাংলায় নারীর পরিচয় জটিল সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা দ্বারা গঠিত হয়েছে। চক্রবর্তী ও দে (২০২২) দেখেছেন যে সাহিত্য, পুরাণ, লোককথা, প্রবাদ এবং গণমাধ্যম নারীত্বের সামাজিক নির্মাণে অবদান রাখে। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে যে আদর্শায়িত নারী ভূমিকা নারীদের মধ্যে দুর্বলতা, আত্ম-তিরস্কার, কলঙ্ক এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। তবে, গবেষণাটি আরও বেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আত্ম-সচেতন নারী পরিচয়ের উত্থানকেও চিহ্নিত করেছে। এই দৃষ্টিকোণটি শরৎচন্দ্রের নারীদের, যারা প্রায়শই প্রচলিত পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে সংগ্রাম করেন, তাদের সাথে মহাশ্বেতা দেবীর নারীদের, যারা লিঙ্গ, শ্রেণী, বর্ণ, আদিবাসী পরিচয় এবং রাষ্ট্রশক্তির সাথে সম্পর্কিত শোষণের মুখোমুখি হন, তাদের তুলনা করার জন্য সহায়ক।

ভাদুড়ি (২০২২) যুক্তি দিয়েছেন যে আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসগুলিতে ব্যক্তিরা ঐতিহ্য, ইতিহাস, পাশ্চাত্যকরণ এবং আধুনিকতার মধ্যে বোঝাপড়া করে চলে। এই প্রেক্ষাপটে, মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি মধ্যবিত্তের ঘরোয়া উদ্বেগের ঊর্ধ্বে উঠে আদিবাসী, দলিত, দরিদ্র এবং বাস্তুচ্যুত নারীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। তাঁর নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই জমি, মর্যাদা, অস্তিত্ব এবং ন্যায়বিচারের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শরৎচন্দ্র যেখানে সামাজিক ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য উন্মোচন করেন, সেখানে মহাশ্বেতা দেবী কাঠামোগত শোষণের বিরুদ্ধে নারী প্রতিরোধের আরও আমূল একটি চিত্র তুলে ধরেন।

পর্যালোচিত গবেষণাগুলি বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, আধুনিকতা, নারী পরিচয় এবং শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদ সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তবে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের নির্বাচিত নারী চরিত্রগুলির উপর নিবদ্ধ তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রতি সীমিত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা সমাজে নারীর নিপীড়ন, পরিচয়, স্বকীয়তা, প্রতিরোধ এবং সামাজিক রূপান্তরের চিত্রায়ণের তুলনা করে এই শূন্যতা পূরণ করে।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

III. নারীত্বের প্রচলিত গতানুগতিক ধারণা ভাঙা

নারীর সামাজিক বাস্তবতার দলিল হিসেবে বাংলা উপন্যাস: এই গবেষণাটি তুলে ধরে যে, কীভাবে বাংলা উপন্যাস নারীর সামাজিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী তাঁদের কল্পকাহিনির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র, পারিবারিক প্রথা, সামাজিক নৈতিকতা, বর্ণ, শ্রেণি এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার কারণে নারীর উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরেছেন। তাঁদের নারী চরিত্ররা অসম আচরণ, সীমিত স্বাধীনতা, মানসিক যন্ত্রণা এবং সামাজিক বর্জনের শিকার হয়। একই সাথে, এই চরিত্রগুলো সেইসব নারীর দৈনন্দিন সাহসিকতাকে প্রতিফলিত করে, যাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। সুতরাং, এই গবেষণাটি দেখায় যে সাহিত্য কেবল পাঠককে বিনোদনই দেয় না; এটি নারীর জীবন্ত অভিজ্ঞতাকে নথিভুক্ত করে এবং বাংলা সমাজে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে।

শরৎচন্দ্রের নারী উপস্থাপনা: এই গবেষণাটি ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নারীর সংবেদনশীল ও বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণকে তুলে ধরে। তাঁর নারী চরিত্রগুলিকে প্রায়শই সীমাবদ্ধ গার্হস্থ্য ও সামাজিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তারা বিধবত্ব, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, দারিদ্র্য এবং অসম নৈতিক প্রত্যাশার সম্মুখীন হয়। তবে, তারা দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে আবেগিক গভীরতা, আত্মসম্মান, বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি এবং নৈতিক সাহস। তাদের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ের কঠোর প্রথাগুলির সমালোচনা করেন। গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, তাঁর নারী চরিত্রগুলি তাদের দুঃখভোগ, সিদ্ধান্ত, ভালোবাসা, ত্যাগ এবং অন্যায় সামাজিক রায়কে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতিরোধের দূত হিসেবে নারী': এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবী নারীদের কেবল সামাজিক নিপীড়নের শিকার হিসেবে নয়, বরং প্রতিরোধের শক্তিশালী দূত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নারী চরিত্রগুলো প্রায়শই আদিবাসী, দলিত, দরিদ্র, গ্রামীণ এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা দারিদ্র্য, শোষণ, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বর্ণবৈষম্য, যৌন সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবিলা করে। ঘরোয়া পরিসরে সীমাবদ্ধ গতানুগতিক নারী চরিত্রের বিপরীতে, মহাশ্বেতা দেবীর নারীরা প্রায়শই জনজীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবেশ করে। তারা সাহস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শ্রম এবং বিদ্রোহের মাধ্যমে অবিচারের প্রতিরোধ করে। এই অন্তর্দৃষ্টি প্রমাণ করে যে, তাঁর লেখা লিঙ্গকে শ্রেণি, বর্ণ, জাতিসত্তা, ভূমি অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে নারী মুক্তির অর্থকে প্রসারিত করে।

ঔপনিবেশিক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক নারী অভিজ্ঞতার পরিবর্তন: এই তুলনামূলক অধ্যয়নটি বাংলা সাহিত্যে ঔপনিবেশিক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে নারীর উপস্থাপনার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। শরৎচন্দ্র প্রধানত ঔপনিবেশিক বাংলায় পারিবারিক জীবন, বিবাহ, নৈতিকতা এবং সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে নারীর সংগ্রামকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলো পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারা সৃষ্ট মানসিক ও সামাজিক ক্ষতিকে উন্মোচন করে। বিপরীতে, মহাশ্বেতা দেবী

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

অর্থনৈতিক শোষণ, বাস্তুচ্যুতি, বর্ণপ্রথা নিপীড়ন, আদিবাসী প্রান্তিকীকরণ এবং রাজনৈতিক সহিংসতাসহ বৃহত্তর কাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন নারীদের উপস্থাপন করেন। এই অধ্যয়নটি দেখায় যে স্বাধীনতার পরেও নারীর সমস্যাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়নি; বরং সেগুলো নতুন রূপ ধারণ করেছে। এইভাবে, বাংলা কথাসাহিত্য গার্হস্থ্য অবিচার থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ পর্যন্ত নারী সংগ্রামের ঐতিহাসিক সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে।

লিঙ্গ, শ্রেণি, বর্ণ ও পরিচয়ের ছেদবিন্দু: এই গবেষণার একটি প্রধান অন্তর্দৃষ্টি হলো, নারীর নিপীড়নকে কেবল লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় না। শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজে তাদের অবস্থান অনুযায়ী নারীদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়। শরৎচন্দ্রের নারীরা সাধারণত মধ্যবিত্ত এবং ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পরিবারের নারীদের ভোগান্তির প্রতিফলন ঘটায়। অন্যদিকে, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী, গ্রামীণ, দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর নারীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, প্রান্তিক নারীরা প্রায়শই একই সাথে একাধিক ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। সুতরাং, এই গবেষণাটি নারী পরিচয়ের একটি ছেদবিন্দুভিত্তিক ধারণা প্রদান করে এবং দেখায় কেন সামাজিক ন্যায়বিচারে অন্যান্য বৈষম্যের পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যকেও বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রচলিত নারী ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ: এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবী উভয়েই নারীর প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের নারী চরিত্রদের কেবল বাধ্য কন্যা, একনিষ্ঠ স্ত্রী, নীরব বিধবা বা পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং, তারা চিন্তা করে, অনুভব করে, প্রশ্ন তোলে, কষ্ট পায়, সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে অবিচারের প্রতিরোধ করে। শরৎচন্দ্রের নারীরা প্রায়শই মানসিক শক্তি এবং নৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে, অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর নারীরা প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ এবং সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ করে। গবেষণাটি দেখায় যে এই লেখিকারা এমন জটিল নারী সত্তা তৈরি করেন যা মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন, সমতা এবং স্বাধীনতার প্রচার করে, যা তাঁদের উপন্যাসকে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

IV. উপসংহার

তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী নারীদের এমন জটিল সত্তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যাঁরা সীমাবদ্ধ সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেন। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্ররা ঔপনিবেশিক বাংলায় বাল্যবিবাহ, বিধবত্ব, বর্ণবৈষম্য, দারিদ্র্য এবং পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক রীতিনীতির কারণে সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করে। তাঁদের শক্তি সাধারণত নৈতিক সাহস, আত্মসম্মান, ভালোবাসা, ত্যাগ এবং নীরব প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর বিপরীতে, মহাশ্বেতা দেবীর নারীরা বর্ণপ্রথা, শ্রেণি শোষণ, আদিবাসী প্রান্তিকীকরণ, বাস্তুচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মতো বৃহত্তর ব্যবস্থার মুখোমুখি হন। তাঁরা বিদ্রোহ, অস্তিত্ব রক্ষা এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের সক্রিয় কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হন। সুতরাং, এই গবেষণাটি বাংলা কথাসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তুলে ধরে: নারীরা গার্হস্থ্য জগৎ থেকে রাজনৈতিক জগতে

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

প্রবেশ করছেন। উভয় লেখিকাই নারীত্বের নিষ্ক্রিয় গতানুগতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং নারীর মর্যাদা, স্বকীয়তা, পরিচয় ও স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।

উদ্‌ধৃত কাজ

বর্মন, বি আর "শরৎচন্দ্রের রচনায় নারী চরিত্র।" *আর্স আর্টিয়াম*, ২০১৬, পৃ. ২৫।

ভাদুড়ি, এস. *একটি গতিশীল আধুনিকতা: বিংশ শতাব্দীর ছয়টি ভারতীয় উপন্যাসে অভিযোজন ও ব্যঙ্গ*। নোশন প্রেস, ২০২২।

চক্রবর্তী, আর., এবং এস. দে.। "নারীত্বের ছদ্মবেশী প্রথা: বাংলার অন্তর্নিহিত হেঁয়ালি।" *সাইকোলজিক্যাল স্টাডিজ*, খণ্ড ৬৭, সংখ্যা ৪, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮৮–৫০০।

চ্যাটার্জী, এস. (*Comperality, Modernity, and the Indigenization of the Victorian Novel in Bengali Literature and Cinema)* . ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২।

চ্যাটার্জি, এস., এস. নাথ, এবং কে. ব্যানার্জি। "ভারতীয় সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উন্মোচন: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ।" *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কালচারাল স্টাডিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস*, ২০২৪, পৃ. ২৪৮।

দে ধারা, আয়োনা ওয়াই., ও ডি. বিশ্বাস। *ইতিহাস, কথাসাহিত্য ও কল্পনা: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের অনুসন্ধান*। ডক্টরাল অভিসন্দর্ভ, ২০২৪।

দেব, আই. "বাংলা কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ভাষাগত গুরুত্ব: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের সম্পৃক্ততা।" ২০২৩।

গোস্বামী, এমপি "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *দেবদাস অবলম্বনে পি সি বরুয়ার বাংলা চলচ্চিত্র রূপের অধ্যয়ন*।" *মাস কমিউনিকেটর: আন্তর্জাতিক যোগাযোগ অধ্যয়ন পত্রিকা*, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৩৭–৪০।

মাহবুব-উল-আলম, এ. "জেন অস্টেন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে নারীবাদী প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক একটি গবেষণা।" *জার্নাল অফ ইএলটি অ্যান্ড এডুকেশন*, খণ্ড ২, সংখ্যা ৪, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৬–১০১।

নন্দী, পি. "ভারতের উন্নয়নে সাহিত্যের ভূমিকা: বিশেষত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে।" ২০২৫।

রাহা, এস., এবং এস. রায়। "মহামারী এবং তার সামাজিক প্রভাব: বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে।" *সরোজিনী নাইডু বনিতা মহা বিদ্যালয়*, ২০২০, পৃ. ৩৬২।

রায়, ধীমান। "ঔপনিবেশিক বাংলায় মহামারীর অবস্থান: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'পণ্ডিত মশাই' -এ কলেরা*।" ২০২৩।

সৎপথী, এস., ও জিডি পাওয়ার, সম্পাদক। *ইতিহাস ও সাহিত্যের মাঝে: দীপেশ চক্রবর্তীর জন্য প্রবন্ধ*। টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস, ২০২৫।

তৃপ্ত, এন.আই. " *সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য অভিনব শব্দ-থেকে-ভেক্টর গ্রাফ এবং চরিত্র মিথস্ক্রিয়া মডেল: বাংলা সাহিত্যের একটি কেস স্টাডি*" । ২০২১।

উলফ, ভার্জিনিয়া। *এ রুম অফ ওয়ান'স ওন*। হারকোর্ট ব্রেস জোভানোভিচ, ১৯৭৭। প্রথম প্রকাশকাল ১৯২৯।